দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 FEB 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

13

ডিগ্রী পরীক্ষা হোক শান্তিপূর্ণ

শিক্ষক ধর্মঘট সত্ত্বেও, গতকাল প্রথম দিনের ডিগ্রী পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী পরীক্ষা দুবার তারিখ পড়েছিল। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১৯৯১ সালের মধ্যে। নানা কারণে পরীক্ষার তারিখ পিছেয়ে গেছে। তৃতীয় বারের মত পরীক্ষার সময় নির্ধারিত হয়েছে ১০ ফেব্রুয়ারি। গতকাল ১০ ফেব্রুয়ারি সেই পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আমরা আশা করব, ডিগ্রী পরীক্ষা নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষা সম্পর্কে এ আকাঙ্ক্ষা সর্বকালের। কিন্তু এবারের মত ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। এ ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে বেসরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষক–কর্মচারী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে। এ ধর্মঘট শুরু হয়েছে গত ১৮ জানুয়ারি। শিক্ষকেরা ১৫ দফা দাবী পেশ করেছেন। এ নিয়ে অনেক আলোচনা এবং বৈঠক হয়েছে। সকল মহলই চেয়েছে এ ধর্মঘটের একটি সুষ্ঠু সমাধান হোক। প্রতিটি স্কুলে নতুন সেশন শুরু হয়েছে। কলেজে হবার কথা এইচএসসির টেস্ট পরীক্ষা। বোর্ড থেকে ফরম পূরণের তারিখ দেয়া হয়েছে। এর পর আছে ডিগ্রী পরীক্ষা। সুতরাং সকল মহলেরই কামনা এবং বাসনা জরুরী ভিত্তিতে এর একটা সমাধান হোক।

সকলেরই আকাঙ্ক্ষা সেশন শুরুতেই যেন বিড়ম্বনা না দেখা দেয়। কলেজে যেন নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার ফরম পূরণ হয়। ডিগ্রী পরীক্ষাও যেন স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ, কেউ ঝামেলা চায় না। গত কয়েক বছরে শিক্ষা নিয়ে ঝামেলা দুঃখজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সন্ত্রাসের জন্য বছরের অধিকাংশ সময় স্কুল–কলেজ বন্ধ থাকছে। তারপর আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সেশনজটের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে ৮ বছর লেগে যাচ্ছে। এ নিয়ে সকল মহলের দুঃশ্চিন্তা। তাই সকলেই চেয়েছে নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক। অন্তত পরীক্ষা নিয়ে যেন কোন অচলাবস্থার সৃষ্টি না হয়।

কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল না। শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে সৃষ্টি হল একটি অচলাবস্থা। কারণ, শিক্ষকেরাই এই পরীক্ষার তদারকি করে থাকেন। নিজের কলেজের ছাত্রদের দেখাশোনা করেন। কিন্তু ধর্মঘটের ফলে সে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষকদের সুস্পষ্ট বক্তব্য, তাদের দাবী মানা না হলে পরীক্ষায় তারা সহযোগিতা করবেন না। সে দাবীতে তারা আজো অটল। এ প্রশ্নে তাদের পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে। সংসদে আলোচনা হয়েছে। সরকার পক্ষ ও বিরোধী দল তাদের বক্তব্য পেশ করেছেন।

কিন্তু ধর্মঘটের কোন সুরাহা হয়নি। শিক্ষক–কর্মচারী ধর্মঘটের মধ্যেই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। তাই একটি বিশেষ পরিস্থিতিতেই শুরু হয়েছে ডিগ্রী পরীক্ষা।

এরপর আছে পরিবহণ ক্ষেত্রে অচলাবস্থা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে পরিবহণ মালিকেরাও এই পরীক্ষার সময়টি বেছে নিয়েছেন তাদের দাবী আদায়ের জন্য। অর্থাৎ নিজেদের দাবী আদায়ে সফল না হলেও পরীক্ষার ব্যাপারে দুশ্চিন্তার বহর বাড়াতে তারা সহায়ক হয়েছে।

পরিস্থিতি বড্ড নাজুক। আমরা মনে–প্রাণে চাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকুক এবং পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হোক।

আর শুধু শ্রদ্ধেয় ধর্মঘটী শিক্ষক–শিক্ষিকাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মাত্র ক'দিন আগে ধর্মঘটে থেকেও আপনারা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে অপারগ হলেন নিজেদের সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে।